সাজেশন১ প্রশ্ন-৩: কাঠামোবদ্ধ উত্তর প্রশ্ন

৬টি কাঠামোবদ্ধ ও ১টি গতানুগতিক প্রশ্নসহ ৭টি প্রশ্নের উত্তর লেখ: ৫×৭=৩৫

[এ প্রশ্নে তোমাকে ৬টি কাঠামোবদ্ধ ও ১টি গতানুগতিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। এর মধ্যে প্রথম ৮টি যোগ্যতাভিত্তিক, শেষের ২টি গতানুগতিক। সমাপনী পরীক্ষায় মোট ১০টি প্রশ্ন থাকবে। ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫।]

প্রথম অধ্যায়: আকাইদ–বিশ্বাস

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. কেউ মারা গেলে আমরা কবর দিই। তারপর শুরু হয় আখিরাতের জীবন। এ জীবনের প্রথম ধাপ কোনটি? প্রথম ধাপে কী প্রশ্ন করা হবে? এ জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি কী? ১+৩+১=৫

উত্তর: কবর আখিরাতের জীবনের ১ম ধাপ।

প্রথম ধাপে যে সকল প্রশ্ন করা হবে তাহলো–

ক. মান রাব্বুকা – তোমার রব কে?
খ. মা দীনুকা – তোমার দীন কী?
গ. মহানবি (স)-কে দেখিয়ে বলা হবে–
মান হাযার রাজুল – এই ব্যক্তি কে?

আখিরাতের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে, কর্মফল অনুযায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নাম লাভ।

প্রশ্ন-খ. যুগে যুগে পথহারা মানুষদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ নবি-রাসুলদের পাঠিয়েছেন। এ পথ প্রদর্শনকে কী বলে? এ পথ প্রদর্শনের জন্য যাদের পাঠানো হয়েছে তাঁরা কীসের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতেন? তাঁদের ৩টি মূল শিক্ষা লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: রাসুলদের পথ প্রদর্শনকে রিসালাত বলে।

নবি-রাসুলগণ আল্লাহর নিকট থেকে ওহির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতেন।

তাঁদের ৩টি মূল শিক্ষা হলো–

ক. শরিয়ত: ইসলামি জীবনব্যবস্থাই হলো শরিয়ত।
খ. আখিরাত: মৃত্যুর পরবর্তী জগৎকে বলে আখিরাত।
গ. আখলাক: মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিকে আখলাক বলে।

প্রশ্ন-গ. আমরা প্রকাশ্যে এবং গোপনে যা কিছু বলি, আল্লাহ তা শোনেন। এ কথা দ্বারা তাঁর কোন গুণের প্রকাশ ঘটেছে? এ গুণের ৪টি প্রভাব লেখো। ১+৪=৫

উত্তর: (الله سميع) গুণের প্রকাশ ঘটেছে। এ গুণের ৪টি প্রভাব হলো—

ক. আমরা কাউকে গালি দেব না।
খ. মিথ্যা কথা বলব না।

Teachingbd.com

গ. ওয়াদা ভঙ্গ করব না।

ঘ. মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না।

প্রশ্ন-ঘ. তুমি হযরত মুহাম্মদ (স) এর নির্দেশ অনুসরণ করে আখিরাতের ওপর ইমান আনার সিদ্ধান্ত নিলে। এ সংক্রান্ত যে বিষয়গুলোর ওপর তোমাকে ইমান আনতে হবে তার মধ্যে পাঁচটি লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫] ৫

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশ অনুসরণ করে আখিরাতের ওপর ইমান আনতে চাইলে নিচের পাঁচটি বিষয়ের ওপর আমার ইমান আনা জরুরি। যথা—

ক. কবরের সওয়াল-জওয়াব।

খ. কবরের আরাম অথবা আযাব।

গ. কিয়ামত দিবস।

ঘ. মিযান; আল্লাহ তায়ালা মিযানের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির ভালোমন্দ কাজের পরিমাপ করবেন।

ঙ. আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার বা শাস্তি। আল্লাহর কাছ থেকে যারা ক্ষমা লাভ করবে তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর যারা শাস্তি পাবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

প্রশ্ন-ঙ. আল্লাহ তায়ালা কখন এ বিশ্বজগৎ ধ্বংস করে দেবেন বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত পাঁচটি বাক্যে লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫] ৫

উত্তর: এ বিশ্বজগৎ ধ্বংসের সময় সম্পর্কে আমার মতামত হলো—

ক. আমি মনে করি, মানুষের অবাধ্যতা যখন চরমে পৌঁছাবে, আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একটি লোকও থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এই বিশ্বজগৎ এবং এর সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন।

খ. বিশ্বজগতের এরূপ পরিণতি বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন।

গ. বিজ্ঞানীরা বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন সূর্য শীতল হয়ে যাবে, চাঁদের আলো থাকবে না।

ঘ. গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে।

ঙ. যার চূড়ান্ত ফল হিসেবে পৃথিবী এবং এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-চ. একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত— এ সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: একজন মুসলিমের চরিত্র সম্পর্কে ৫টি বাক্য হলো—

ক. একজন মুসলিমের চরিত্রে থাকবে আল্লাহ তায়ালার ভয়।

খ. মন্দ চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রাখবে।

গ. মিথ্যা বলা থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করবে।

ঘ. হারাম জিনিস দিয়ে পেট ভরাবে না।

ঙ. সর্বোপরি মুসলিমের চরিত্রে থাকবে সততা ও মহত্ত্বের সমাবেশ।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ছ. ইমান শব্দের অর্থ কী? কী কী বিষয়ের ওপর ইমান আনা অপরিহার্য? যিনি ইমান আনেন ত কে কী নামে ডাকা হয়? ১+৩+১ = ৫

উত্তর: ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস স্থাপন।

http://teachingbd.com

যে সকল বিষয়ের ওপর ইমান আনা অপরিহার্য তা হলো–
১. কবর, ২. কিয়ামত, ৩. হাশর, ৪. মিযান, ৫. জান্নাত, ৬. জাহান্নাম।
যিনি ইমান আনেন তাকে মুমিন নামে ডাকা হয়।

প্রশ্ন-জ. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাঁচটি উপায় লেখ। ৫

[প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: গুনাহের কাজ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার নানারকম উপায় রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি উপায় হলো–

ক. অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হওয়া।
খ. আল্লাহর কাছে ভুল স্বীকার করা।
গ. ভুল স্বীকার করার পর পাপ কাজ থেকে ফিরে আসা।
ঘ. ভবিষ্যতে কোনো ধরনের পাপ কাজ না করা।
ঙ. পাপ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া।

প্রশ্ন-ঝ. কে আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ও দেখেন। তিনি দেখেন এমন চারটি বিষয়ের নাম লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: মহান আল্লাহ আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ও দেখেন।
মহান আল্লাহ দেখেন এমন তিনটি বিষয় হলো–

১. সাগরের তলদেশ।
২. গভীর অন্ধকারে ক্ষুদ্র পোকার নড়াচড়া।
৩. অদৃশ্য সকল কিছু।
৪. মানুষের সকল প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কাজ।

প্রশ্ন-ঞ. নবি-রাসুলগণের শিক্ষার মূল কথাগুলো কী কী?

[প্রা.শি.স.প. ২০১৩]

অথবা, নবি-রাসুলগণের মূল শিক্ষার মূলকথা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

[প্রা.শি.স.প. '১৫, '১৩]

উত্তর: নবি-রাসুলগণ মানুষের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। নবি-রাসুলগণের শিক্ষার মূল কথাগুলো হলো–

১. তাওহিদ অর্থাৎ আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই।
২. রিসালাত বা আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো।
৩. দীন অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানানো।
৪. চারিত্রিক গুণ ও ভালো ব্যবহারের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দান।
৫. শরিয়ত বা হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজের শিক্ষা প্রদান।
৬. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানানো।

প্রশ্ন-ট. পানি কার দান? তোমরা যে সকল উৎস থেকে পানি পাও এমন ৪টি উৎসের নাম লেখ। ১+৪ = ৫

উত্তর: পানি আল্লাহর অমূল্য দান। আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকি। এর মধ্যে ৪টি উৎস হলো–

১. মেঘমালা; ২. নদ-নদী; ৩. খালবিল; ৪. সাগর-মহাসাগর।

Teachingbd.com